যুগান্তর

তারিখ - 4 APR 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

চসিকের শিক্ষা নীতিমালা প্রকাশ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি ও ফোন নিষিদ্ধ

চট্টগ্রাম ব্যুরো

ছাত্ররাজনীতি ও মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক) পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সোমবার নগর ভবনের কেবি আবদুস সাত্তার মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এ নীতিমালার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেন। এটি চলতি বছরের জুলাই থেকে কার্যকর হবে বলে তিনি জানান।

বর্তমানে চসিকের আওতাধীন একটি বিশ্ববিদ্যালয়, ২১টি কলেজ, ৪৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালক-বালিকাসহ), দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাতটি কিন্ডারগার্টেন, সাড়ে ৩০০ ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, একটি থিয়েটার ইন্সটিটিউট, তিনটি কম্পিউটার কলেজ ও একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। চট্টগ্রাম বিভাগের বয়স নব্বই বছর হলেও এর আগে এ ধরনের কোনো নীতিমালা ছিল না। চসিকের শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড চট্টগ্রাম ও জেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা দিয়ে গঠিত কমিটি নতুন নীতিমালা তৈরি করেছে।

১১৪ পৃষ্ঠার ওই নীতিমালায় 'শিক্ষার্থীদের আচরণবিধি' শিরোনামের ২১তম অধ্যায়ের দুটি ধারায় মোবাইল ফোন এবং রাজনীতি নিষিদ্ধের বিষয়টি রয়েছে। এ বিষয়ে মেয়র বলেন, মোবাইল ফোনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক আছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও সত্যিকার অর্থে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে ছাত্রদের গড়ে তুলতে হবে। ইন্টারনেটের কুফল ও প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। ক্যাম্পাসে মোবাইল ফোন নিয়ে গেলে পড়াশোনায় মনোযোগ থাকবে না। তা ছাড়া অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিষিদ্ধ আছে মোবাইল ফোন।

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি ও ফোন নিষিদ্ধ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মেয়র আরও বলেন, আমার ছেলের মোবাইল ফোন স্কুল কর্তৃপক্ষ নিয়ে নিয়েছে। দামি বেল্ট ছিল তার, সেটি সিজ (জব্দ) করেছে। ফোন ছাড়া আপনি (সাংবাদিক), আমরা লেখাপড়া করিনি? রাজনীতি নিষিদ্ধ সম্পর্কে মেয়র বলেন, আগে থেকেই চসিক পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত রয়েছে। এখন তা নির্দিষ্ট নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হল। ক্যাম্পাসে কোনো রাজনৈতিক দল বা অঙ্গ সংগঠনের নামে সভা, সমাবেশ, মিছিল ও দেয়াল লিখন এখন থেকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোনো শিক্ষার্থীকে এসব কাজে সংশ্লিষ্টতা পেলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শামসুদ্দোহা, শিক্ষা বিভাগের প্রধান নাজিয়া শিরিন, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক সুমন বড়ুয়া, বিদ্যালয় পরিদর্শক কাজী নাজিমুল ইসলাম, বিজয় সরণি কলেজের অধ্যক্ষ মো. জাহাঙ্গীর আলম, চসিকের শিক্ষা বিভাগের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান নাজমুল হক ডিউক ও জেলা শিক্ষা অফিসার মোস্তফা আলম সরকার।